১৩-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও, তবেই পুরানো জগতের সাথে তোমার সম্পর্ক ভেঙে, নতুন জগতের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নেওয়ার বিশেষত্ব তোমরা সহজভাবে বিকশিত করতে পারবে, তোমাদের লাভ এক বাবার সাথে জুড়ে যাবে"

প্রশ্নঃ- কোন বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পারলৌকিক মাতা-পিতার সাথে জুড়ে থাকতে পারে ?

উত্তরঃ- যারা বেঁচে থেকেও মরে যায় এবং ঈশ্বরীয় সার্ভিসে সদা তৎপর থাকে । যারা গার্হস্থ্য জীবনে থেকেও সবার বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে জুড়ে দেওয়ার সেবা করে, বাবার থেকে যে জ্ঞানের আলো পেয়েছে, অন্যকে সেই জ্ঞানদান করে, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেয়, সেই বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে নিজে থেকেই জুড়ে যায় ।

গীতঃ - পিতা কে, মাতা কে . . .

ওম্ শান্তি । গীতের অর্থ কি ? বলা হয়, জগতের (লৌকিক) মাতা-পিতা, মিত্র সম্বন্ধীয় ইত্যাদি সবাইকে ছেড়ে নিজের সত্য মাতা-পিতা, যিনি সৃষ্টির রচয়িতা তাঁর সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাও । তোমরা জানো, লৌকিক মাতা-পিতা, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি যারা আছে তাদের সবার সাথে তোমাদের সম্পর্ক ভেঙে একের সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে । তাঁকেও মাতা-পিতা বলা হয় । তুমি মাতা-পিতা, আমরা বালক তোমার . . . সবাই এটা 'এক'কেই বলে, লৌকিক মা-বাবা সকলের আলাদা আলাদা । ইঁনি সারা ভারতের তথা সারা বিশ্বের মাতা-পিতা । অতএব, তোমাদের পারলৌকিক মাতাপিতার হতে হবে এবং লৌকিক মাতা-পিতা, মিত্র সম্বন্ধীয় যারা আছে, তাদের ছাড়তে হবে, এইজন্য দেহী -অভিমানী হওয়ার জ্ঞান প্রয়োজন । যতক্ষণ না তোমরা দেহী-অভিমানী হচ্ছ ততক্ষণ এই সম্পর্ক-সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হওয়া মুশকিল । এই পুরানো জগতের সাথে সম্পর্ক ভেঙে নতুন জগতের সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে - এটাই বিশেষত্ব । লৌকিক এক ঘরের সাথে সব সম্বন্ধ ভেঙে, লৌকিকের অন্য আরেক ঘরের সাথে সব সম্বন্ধ জুড়ে নেওয়া তো খুব সহজ । প্রত্যেক জন্মে তোমাদের ভাঙা এবং জোড়া হতেই হয় । তোমরা এক মাতা-পিতা, মিত্র-সম্বন্ধীয়দের ছাড়ো আবার নতুন আরেক নাও । তোমরা যখন এক শরীর ছেড়ে আরেক শরীরে যাও তো সেখানে তোমাদের আবার নতুন মাতা-পিতা, নতুন বন্ধু-বান্ধব এবং গুরু ইত্যাদিগণ থাকে । এখানে তো জীবনে থেকে মরে যাওয়ার ব্যাপার । জীবনে থাকাকালীন তোমাকে পারলৌকিক মাতাপিতার কোলে আসতে হবে । কলিযুগী এই দুনিয়ার মাতা-পিতা ইত্যাদি সবাইকে ভুলে যেতে হবে । ইঁনি বাবা কিন্তু মাতাও কিভাবে সেটা অতি গুহ্য ব্যাপার । বাবা এই শরীর (ব্রহ্মাবাবা) ধারণ করে আবার এঁনার দ্বারাই তোমাদেরকে তাঁর বাচ্চা বানান । কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চা এই বিষয় বারবার ভুলে যায় । অজ্ঞানকালে থাকাকালীন তারা কখনো তাদের মাতা-পিতাকে ভোলেনা । এই মাতাপিতাকে ভুলে যায়, কারন এটা নতুন বিষয় । এই মাতাপিতার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়তে হবে তারপরে সেবায় তৎপর হতে হবে । বাবা যেমন সার্ভিসে ব্যগ্র থাকেন, সেইরকম বাচ্চাদেরও থাকা উচিৎ । বলা হয়, ভগবান উদগ্রীব ছিলেন, আর নতুন দুনিয়া রচনা করলেন । সুতরাং এই ব্যাকুলতা কত মহান ! বেহদের বাবার বেহদের আগ্রহ ছিলো, সবাইকে পবিত্র বানাতে হবে । পবিত্র দুনিয়া সেই স্বর্গের জন্য তাঁকে রাজযোগ শেখাতে হবে । কতকে তাঁর শেখাতে হয় ! সবার বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে জুড়তে হবে । আমরা সব বাচ্চাদের এটাই ধান্ধা অর্থাৎ কারবার

। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাচ্চারা তোমরা সার্ভিস করে দেখাও । সন্ন্যাসীদের আগ্রহ থাকে, কাক বিষ্ঠাসম সুখ থেকে অন্যকে মুক্ত করে তাদের পবিত্র বানাবে । তাদেরও রেস্পন্সিবিলিটি থাকে, কারও মধ্যে বৈরাগ্য তৈরি করে তাকে পবিত্র বানানো । তারা বিশ্বাস করে তাদের ঘর পরিবার ছাড়তে হবে । তারা এটা বোঝেনা যে এই পতিত দুনিয়াকে ছাড়তে হবে । এটা একমাত্র বাবা যখন এসে পবিত্র দুনিয়ার সাক্ষাৎকার করান, তখনই পতিত দুনিয়ার সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ক ভেঙে দিই । তবুও তারা নিজেদের দায়বদ্ধতা ভেবে ঘর পরিবার ছেড়ে অন্যদের বৈরাগ্যের প্রতি উৎসাহিত করে তাদের পবিত্র বানায় । তাদের মহিমাও গাওয়া হয় । এই সন্ন্যাস ধর্ম না থাকলে ভারত আরও কামচিতায় জ্বলে ভস্ম হয়ে যেতো । বাবা এখানে বসে বোঝান, সেই রজঃগুণী সন্ন্যাস স্থাপন কে করে এবং এই সতঃপ্রধান সন্ন্যাস কে স্থাপন করেন । তাদের হেড ছিলেন শঙ্করাচার্য এবং তাঁরও কতো ফলোয়ার্স (অনুগামী) ছিলো । সম্ভবতঃ, হাজার কোটি হবে । যদি তারা পবিত্র না হতো তবে তাদের প্রজার সংখ্যা অর্থাৎ অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতনা । সুতরাং, এই সন্ন্যাসীরাও ভালোই করেছে । প্রথম নম্বর দেবতাদের, দ্বিতীয় নম্বরে সন্ন্যাসীরা । সবকিছু পবিত্রতার উপর নির্ভর করে । দুনিয়াকে পবিত্র থেকে অপবিত্র এবং অপবিত্র থেকে আবারও পবিত্র হতেই হয় । সত্যযুগ থেকে শুরু করে যা কিছু পাস্ট হয়েছে, তা' ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে । ভক্তিমার্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি যা কিছু হয়, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড তা' এক কল্পের পরে আবার হবে । ড্রামাতে এই সবকিছু পূর্বনির্ধারিত । ড্রামাচক্রকে তোমাদের বুঝতে হবে । এই ভেবে বসে যেওনা ড্রামায় যা আছে, তাই হবে । ড্রামাতে সবাই অ্যাক্টর, কিন্তু প্রত্যেকে নিজের জীবিকার জন্য পুরুষার্থ করে । পুরুষার্থ ছাড়া থাকতে পারেনা । যদিও কোনো কোনো মানুষ ভাবেও এটা নাটক, আমরা পরমধাম থেকে এসেছি আমাদের পার্ট প্লে (অভিনয়) করতে । যতই হোক, বিস্তারিতভাবে বোঝাতে পারেনা । প্রথমে কোন ধর্ম আসে এবং সৃষ্টি কিভাবে রচনা করা হয়, জানেনা । সৃষ্টি নতুনভাবে রচনা করা হয় নাকি বাবা এসে পুরানো সৃষ্টিকে নতুন বানান -এটা না জানার কারণে তারা বিনাশ দেখিয়ে তারপর নতুন সৃষ্টি দেখায় । বাবা এসে এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন । তারপর অন্যকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত করানোর জন্য তোমরাও রেস্পন্সিবল হও । করতে হবে এমন কতো সার্ভিস আছে ! বাবা তোমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তিতে আসার পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পথের জন্য তোমরা অর্ধকল্প ভক্তিমার্গে ঠোকর খেয়েছ । বেহদের বাবার আগ্রহ থাকে, তাঁর স্যালভেশন আর্মির বৃদ্ধি কিভাবে করবেন ! কিভাবে সবাইকে রাস্তা দেখাবেন ! তোমরা বাচ্চারা সবাইকে জানাও কল্প পূর্বের মতো বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছেন । যাঁর প্রতি লোকে 'নমঃ শিবায়' বলে । যিঁনি সবচাইতে উঁচু থেকেও উঁচু পরমধামে থাকেন । আমরা সব আত্মাদেরও নিবাসস্থল সেখানে । আত্মা সর্বদা ইমর্টাল্ বলা হয় । তারা কখনো জ্বলেনা বা মরেনা । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে পার্ট ভরা আছে । স্বয়ং আত্মাকে দেখ বা মুখ্য যে আত্মা তাকে দেখ । ঝাড় যখন দেখা যায় তো মুখ্য ফাউন্ডেশন এবং শাখা-প্রশাখাও দৃষ্টিগোচর হয় । পাতা প্রচুর হয়, যা তোমরা গুনতে পারোনা । শাখা -প্রশাখা গোনা সম্ভব । অতএব, এই ঝাড়ের ফাউন্ডেশন, আমরা সব দেবী দেবতাদের । ফাউন্ডেশন এখন অধঃপতিত অর্থাৎ কালজীর্ণ হয়েছে, বেনিয়ান ট্রির মতো । তবুও কতো শাখা বেরিয়েছে ! শাখাতেও ক্রমাগত পাতা বেরোতে থাকে । সুতরাং বেহদের এই ঝাড়ও কতো বড় ! তোমরা বাচ্চারাও তোমাদের পুরুষার্থের নম্বর ক্রমানুসারে এটা জানো । এমন নয় যে কারও বুদ্ধিতে এই চিন্তন সারাদিন চলতে থাকে । একই সময়ে সব পয়েন্টস তোমাদের বুদ্ধিতে মন্থন করা মুশকিল হবে । তবুও যারা বিচার সাগর মন্থন করে তাদের বুদ্ধিতে এই যুক্তিসকল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকবে । তোমাদের বুদ্ধিতে যদি ঝাড় থাকে তো বীজরূপ বাবাও তোমাদের স্মরণে থাকেন । আমরাও সেখানের বাসিন্দা, সুতরাং ঝাড়ে আমরা অলরাউন্ডাররাই আসি, শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত । যখন তোমাদের পতিত অবস্থা জরাজীর্ণতায় (জড়জড়ীভূত) উপনীত হয়, তখন সমগ্র ঝাড়ও সেই অবস্থায় পৌঁছে যায় । শুরু শুরুতে যাদের অস্তিত্ব ছিলো তারাও এখন পুরানো হয়েছে । যে সকল শাখা-প্রশাখা পরবর্তী সময়ে এসেছিলো, তারাও পুরানো হয়েছে । যারা সার্ভিসেবল হয়, তাদের ব্যাকুলতা থাকে, বাবার সহযোগী হয়ে মানুষকে আবার একবার সেই দেবতায় পরিবর্তিত করার । এটা বোঝানোর প্রয়োজন । তোমরাই সেই দেবতা ছিলে আর পরে ক্ষত্রিয় হয়েছ । ৮৪ জন্মের জন্মপত্রিকা একমাত্র তোমরাই বলতে পারো । সুতরাং, এই বিষয়টা যখন তোমাদের বুদ্ধিতে ফোঁটায় ফোঁটায় অনবরত ঝরে পড়বে, তখনই কাউকে বোঝাতে পারবে । তোমাদের চিন্তা করা উচিৎ তোমরা বাচ্চারা বাবার মদতকারী । সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিৎ ড্রামার রহস্য তোমরা কিভাবে অন্যকে বোঝাবে ! কিভাবে তাদের বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে যুক্ত করবে ! মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার পুরুষার্থ করিয়ে অর্থাৎ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার মার্গ দেখাবে ! যারা বাবা দ্বারা মার্গ দর্শন করেছে, তারাই অন্যদের মার্গ দেখাবে । বাবা একা এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান অর্থাৎ তিনি মুক্তি এবং জীবনমুক্তির গেট উন্মুক্ত করেন । এইভাবে সারাদিন বিচার সাগর মন্থন করা উচিৎ, আর তোমাদের অতি মধুর স্বভাবও ধারণ করতে হবে । কারও ভাবনা বা স্বভাবের কারনে তোমরা অবশ্যই জ্বলবে না বা মরবে না, তোমাদের সেটা সহন করতে হবে । নিজেকে সার্ভিস দাও অর্থাৎ নিজের সেবা করতে হবে । যতটা সম্ভব সার্ভিসে টাইম দেওয়া উচিৎ । সদাসর্বদা নিজেকে বলো, আমি সবসময় "বাবা, বাবা" বলি, বাবার তো বেহদ সার্ভিসের উদ্বেগ থাকে, আমি বাবার বাচ্চা কি করছি ? আমারও কত সার্ভিস করা উচিৎ ! তোমাদের অনেক সময় আছে । তোমাদের করুণা হওয়া উচিৎ, বেচারারা বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে । বারবার তারা হোঁচট খাচ্ছে আর পাপ করে যাচ্ছে । মানুষ তোমাদের বাবার থেকে বিমুখ করে সবাইকে বিভ্রান্ত করছে । তোমরা সব ব্রাহ্মণদের এটাই কাজ যে, সবাইকে জ্ঞান শুনিয়ে বাবার সমুখে নিয়ে আসা । তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে গীতার ভগবানের প্রকৃত বাচ্চা । তোমাদের অথরিটি দেওয়া হয়েছে । একমাত্র তোমাদের বুদ্ধিতেই গীতার জ্ঞান আছে । যারা বোঝাতে পারেনা তাদের ব্রাহ্মণ বলা যাবেনা । তাদের বলা হবে হাফ কাস্ট বা কোয়ার্টার কাস্ট । তাদের নাম ব্রাহ্মণ কিন্তু তারা শূদ্রভাব নিয়ে কাজ-কারবার করে । তাদের বুদ্ধি শূদ্রদের মতো । আজমেরে পুস্করনী ব্রাহ্মণরা গীতা শাস্ত্রাদি শোনায় । সেটা তাদের কারবার; লোকের বাড়ী গিয়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ নেওয়া তাদের কাজ না । তাদের কাজ শুধু শাস্ত্র শুনিয়ে দক্ষিণা নেওয়া । তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, বেহদ বাবার বাচ্চা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা বেহদ প্রজার বাবা, তাই না ! আর শিববাবা হলেন সব আত্মাদের বাবা । ওঁনার নিবাস স্থান পরমধাম । তিনিই পাতিতকে পবিত্র বানান, এইজন্য সমগ্র দুনিয়া তাঁকে স্মরণ করে, যখন তারা "ও গড" বলে, তাদের বুদ্ধিতে এক নিরাকারই থাকেন । যতই হোক, গুরুদের ফাঁদে তারা আটকে যায় । তারা জানেনা, যে দেবতাদের তারা পূজা করে তাঁদের অক্যুপেশন কি, তারা দেবতাদের ভাবমূর্তির পুতুল বানিয়ে পূজা করে, অক্যুপেশন জানেনা, যার জন্য একে বলা হয় পুতুল পূজা । সুতরাং, কতো ফারাক হয়ে যায় ! অনেক অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয় । দেবতাদের চেহারা এবং চরিত্রের সাথে মানুষের চেহারা আর চরিত্রের দিনরাতের ফারাক । মানুষ গায় - তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমরা অধম, পাপী । যদি তারা এইরকমই বলে তো তাদের এইরকম যে বানিয়েছে, সে কে ছিলো ? এখন তো প্রকৃতই নরক, তাহলে তো আমরাই স্বর্গের মালিক হতে পারি ! মানুষ কখনো এইভাবে ভাবেনা । বাচ্চারা, তোমরাও কখনো খেয়াল করনি যে তাঁদের মতো হতে পারো কিনা ! শুধু ভক্তি করে গেছ । তোমরা জানো যে তোমাদের এখন দেবতাদের মতো হতে হবে । রাজধানীতে উঁচু পদ পেতে হবে, এইজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । তোমাদের ভিতর থেকে এই বিষয়ে ব্যগ্র হওয়া উচিৎ, এখনই যদি

আমাদের শরীর ছেড়ে দিতে হয় তো আমরা কি পদ লাভ করবো ! তোমরা জিজ্ঞাসাও করতে পারো, যদি আমরা মরে যাই তো কি পদ পাবো ? তখন বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন, তোমরা পাই পয়সার পদ পাবে বা ৮ আনার, ১২ আনার বা কড়ির পদ পাবে । কড়িপদ প্রজাকে বলা হবে । হৃদয়-দর্পণে নিজের মুখ দেখ, বাঁদরসুলভ নয় তো? অশুদ্ধ অহঙ্কার হলো নাম্বার ওয়ান । তোমরা কাম-ক্রোধকেও জয় করতে পারো, কিন্তু দেহ-অভিমান এক নম্বর শত্রু । শুধুমাত্র তোমাদের দেহী-অভিমানী হওয়াতেই আর সব বিকার ঠান্ডা হয়ে যাবে । তোমাদের লাভ্ যখন বাবার সাথে জুড়ে যাবে, একমাত্র তখনই তোমরা দেহী-অভিমানী হতে পারবে । দেহ-অভিমানীদের লাভ্ বাবার সাথে জুড়তে পারেনা । সুতরাং, দেহ-অভিমান ত্যাগ করার ক্ষেত্রে অনেক মেহনত প্রয়োজন । দেহী-অভিমানীরা খুব উৎফুল্ল থাকে । যারা দেহ-অভিমানী তাদের চেহারা হয় শবের মতো । অতএব, প্রথম মুখ্য বিষয় হলো দেহী-অভিমানী হওয়া, একমাত্র তখন বাবাও সহায়তা করতে পারেন । অনেক মানুষ নির্বিকারী থাকে, কিন্তু তারা বারবার ভুলে যায়, তারা আত্মা, তাদেরকে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, এতে তারা ফেল (অকৃতকার্য) হয়ে যায় । অশরীরী না হলে তবে ফিরে যাবে কিভাবে? সার্ভিস সম্বন্ধে তোমাদের অনেক আগ্রহ থাকা উচিৎ, যাতে অনেক মানুষের কল্যাণ হতে পারে । দেহ-অভিমানী যেখানেই যাবে, ফেল হযে আসবে । দেহী-অভিমানী কাউকে-না-কাউকে তিরে (জ্ঞানতির) বিদ্ধ করেই আসবে । অন্যেরা অনুভব করবে, অমুকে তো ঠিক কথাই বলেছিলো । যোগযুক্ত হয়ে গেলে তবে সার্ভিসে তোমাদের আগ্রহও থাকবে । এতে সর্বপ্রথম অল্ফ সম্বন্ধে তোমাদের বোঝাতে হবে । অধিকমাত্রায় বললে, তারা বিরক্ত হয়ে যাবে । প্রথমে শিবায় নমঃ সম্বন্ধে বোঝাতে হবে, তিন তলার বিষয়ও বোঝাতে হবে । এক নিরাকারী দুনিয়া যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা এবং আত্মারা থাকে । বাকি দুই হলো স্থূল বতন আর সূক্ষ্ম বতন । স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, কিন্তু এখন তার অস্তিত্ব নেই, পরে হিস্ট্রি রিপিট হবে । আগে কলিযুগ ছিলো, তারপর সত্যযুগ হয়েছিলো, আবার কলিযুগের হিস্ট্রি রিপিট হচ্ছে । সুতরাং এখন আবার সত্যযুগের হিস্ট্রিই রিপিট হবে, তাই না ! এতেই একমাত্র সুখানুভব আছে । এই পয়েন্ট গুলো খুব ভালো । আচ্ছা ।

ব্রাহ্মণ কুলভূষণ সকল বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) কারও সংস্কার-স্বভাবের কারণে তোমরা জ্বলো না বা মরো যেওনা । তোমাদের স্বভাব অতি মিষ্টি-মধুর বানাও । সহনশীল হতে হবে ।

২) বাবার সাহায্যকারী হওয়ার জন্য বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । বুদ্ধিতে জ্ঞানের চিন্তনই করে যেতে হবে । দেহী-অভিমানী হওয়ার মেহনত করতে হবে ।

বরদানঃ - হিম্মত এবং উৎসাহ দ্বারা সকল কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করে মহান শক্তিশালী আত্মা ভব

ভক্তিতে বলা হয়, হিম্মত এবং উৎসাহ ধূলাকেও ধন বানিয়ে দেয় । তোমার যদি হিম্মত আর উৎসাহ থাকে তাহলে অন্যরাও সহযোগী হয়ে যাবে । ধনের অভাব হলে উৎসাহ কোথাও না কোথাও থেকে ধনও টেনে নিয়ে আসবে, সফলতাও টেনে আনবে । সুতরাং, যারা নিমিত্ত মহান আত্মা আছে তাদের

কাজ হলো স্বয়ং উৎসাহে থেকে অন্যকে উৎসাহ দেওয়া । এই সময়ে, যখন তুমি উৎসাহে থাকছো তখন জড় চিত্রে তোমার সদা হাস্যময়, শক্তিশালী চেহারা দেখাবে ।

স্লোগানঃ– ভাগ্যবান আত্মা তারাই যার ওপর বাপদাদার স্নেহের ছত্রছায়া আছে

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় শিবপুর বোটানিকল গার্ডেনে একশ বছরের থেকেও পুরানো বটগাছটির মূল গাছটি লুপ্ত হয়ে গেছে, এখন তার শাখা প্রশাখা বর্তমান রয়েছে।